R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৯ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

কংগ্রেস রুখে দাঁড়াতে পারলে অরঙ্গাবাদ ও সাগরদীঘিতে জেতার আশা প্রবল

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় কংগ্রেসের যে চেহারা ছিল, তাতে বামফ্রন্টের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের কোন কেন্দ্রেই জেতার আশা কেউ করেনি। কিন্তু সে অবস্থা কংগ্রেস অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারায় এখন সুস্থ লড়াই করতে পারবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে অরঙ্গাবাদ ও সাগরদীঘির জমি তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। অরঙ্গাবাদে গত নির্বাচনে প্রয়াত অপ্রতিদ্বন্দ্বী লুৎফল হকের পুত্র হুমায়ুন রেজা মাত্র ২,৫০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন সিপিএমের তোয়াব আলীর কাছে, নিজেদের গোষ্ঠী কলহের ফলে। এবার হুমায়ুন রেজা সে অসুবিধা কাটিয়ে দলকে একীভূত করে নবোদ্যমে লড়াই-এ নেমেছেন। অন্যদিকে বর্তমান সিপিএম বিধায়ক তোয়াব আলি শুধু জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বই নন, তাঁর কর্মতৎপরতার সঙ্গে সিপিএমের সাংগঠনিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। তার উপর সুতীর বর্তমান বিধায়ক শিষ মহম্মদ নিজ স্বার্থে অরঙ্গাবাদ অঞ্চলে তাঁর যে প্রভাব সেটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন বলে খবর। এখানে প্রার্থী সংখ্যা সর্বাধিক ১৩। নির্দল বা অন্যান্য ছোট দলের প্রার্থীরা তেমন জোরদার ব্যক্তিত্ব না হলেও ভোট কিছু কাটবেই। সিপিএম ও আরএসপির সংগঠন শক্তি এক হয়ে সেখানে যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে তা সহজেই মনে করা যায়। নির্দলরা সেই অবস্থায় কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে যদি তাদের (কংগ্রেসের) ভোটব্যাঙ্কে ভাঙ্গন (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটের টেম্পো এখনও ওঠেনি
নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা এলাকা ঘুরছেন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ আগামী ৩০ এপ্রিল নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন ধার্য থাকলেও মহকুমায় ভোটের টেম্পো এখনও তেমন ওঠেনি। রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার ও মিছিল নাই, মাইক নিয়ে প্রচার নাই, বড় মাপের নেতাদের নির্বাচনী জনসভা নাই, ঘেরন্তের দেওয়ালে নির্বিচারে দেওয়াল লিখনও নাই শহর তথা গ্রামাঞ্চলে। তবে গত ১০ এপ্রিল তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ফরাক্কায় একটি নির্বাচনী জনসভা করে গেছেন মাত্র। মহকুমার অন্যান্য জায়গায় ছোটখাটো জনসভার খবর পাওয়া গেলেও মানুষের তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এর কারণ হিসাবে নববর্ষের হাওয়া, ক্রিকেট জ্বর এবং গরমের কথাও কেউ কেউ বলছেন। এদিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের খরচ দেখাতে হবে বলে এবং সরকারী ও বেসরকারী (অনুমতি ছাড়া) দেওয়াল লিখন নিষিদ্ধ হওয়ায় অন্যান্য বারের তুলনায় এবার ভোটের প্রচারের ঢং-ও পাল্টেছে। প্রার্থীরা তাই ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচারে বেশী ব্যস্ত। শহরে সাধারণতঃ পরিত্যক্ত বাড়ী, বাড়ীর বাউণ্ডারী ওয়ালগুলিই ব্যবহার করতে সমস্ত দলই সচেষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে গত ১২ এপ্রিল কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক এম কে দেবনাথ মহকুমায় এসেছেন। অন্য আরও কয়েকজন পর্যবেক্ষক দু'-এক দিনের মধ্যেই চলে আসছেন বলে মহকুমা শাসক জানান। পর্যবেক্ষকরা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গড়ার ডাক দিলেন তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

ফরাক্কা ঃ আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রচার অভিযান শুরু করেছেন বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। এই প্রচার অভিযানকে কেন্দ্র করে গত ১০ এপ্রিল ফরাক্কা ব্যারেজ নেতাজী ময়দানে ও অর্জুনপুর স্কুল ময়দানে বামফ্রন্টের ডাকা এক নির্বাচনী সভায় রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য কেন্দ্রে কংগ্রেসকে হটিয়ে এক বাম ও গণতান্ত্রিক জোট সরকার গড়ার ডাক দেন। দুই সভাতেই কংগ্রেসকে কেন্দ্র থেকে হটিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন বর্তমান বিধায়ক আবুল হাসনাৎ, জেলা কমিটির সদস্য চিত্ত সরকার ও সিটু নেতা তুষার দে। তথ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন কেন্দ্রের কংগ্রেস তথা নরসিংহ রাও সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু
মহিলারা থাকছেন রিজার্ভে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে মহকুমায় ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হচ্ছে। শিক্ষিকা, আই সি ডি এসের ও অন্যান্য দপ্তরের মহিলা কর্মীরা রিজার্ভে থাকছেন। আগামী ১৮, ২২ ও ২৬ এপ্রিল ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ ও সাগরদীঘি কেন্দ্রের ভোটকর্মীদের যথাক্রমে ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন হল, মণিহার টকীজ ও রাধা চিত্রমন্দিরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়া ১৯, ২৩ ও ২৬ এপ্রিল সুতী ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রের ভোটকর্মীদের যথাক্রমে শিবানী টকীজ ও ছায়াবাণী সিনেমা হলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ চলবে দুই পর্বে। সকাল ৯টা থেকে ১১—৩০ এবং ১২—৩০ থেকে ৩টা পর্যন্ত।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

কপটার-বিতর্ক

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজনৈতিক নেতা ভোটের প্রচারে কিংবা সরকারী কাজে ভোটের সময় পর্যন্ত সরকারী বিমান বা হেলিকপটার ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয়। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী ভোট না মিটিয়া যাওয়া পর্যন্ত ভোট প্রচারে বা সরকারী কাজে মুখ্যমন্ত্রী সরকারী বিমান বা হেলিকপটার ভাড়া করিতে পারিবেন না। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ভোট প্রচারের সফরে হেলিকপটার ভাড়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তিনি নির্বাচনী সভায় যাইতেন। বেসরকারী কপটার ভাড়া অনেক বেশী এবং সে খরচ প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় মাত্রা অতিরিক্ত বর্দ্ধিত করিবে বলিয়া কিছুটা কৌশল করিয়া সরকারী কপটার ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এবং নামমাত্র ভাড়ায় কপটার পাইবার জন্য সিপিএম বন্দোবস্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু অসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্বাচনী কাজে সরকারী হেলিকপটার ভাড়া লওয়ার অনুমোদন মিলে নাই বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী সরকারী কাজ দেখাইয়া দুর্গাপুর পর্যন্ত সরকারী হেলিকপটারে যান এবং সেখান হইতে গাড়ীতে করিয়া পুরুলিয়ায় নির্বাচনী সভায় যোগ দেন। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া অতঃপর মুখ্যমন্ত্রীরা আর কোনও নির্বাচনী সভায় যোগদানের জন্য অথবা ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কাজ দেখাইয়া সরকারী বিমান-কপটার ভাড়া করিতে পারিবেন কিনা, তাহার উত্তর আইন বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারিবেন।

রাজ্য মুখমন্ত্রীর সরকারী হেলিকপটার ভাড়া লওয়ার বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। নিয়ম অনুযায়ী ভোট প্রচারের জন্য শাসক ও বিরোধী দল সরকারী বিমান-হেলিকপটার ভাড়া লওয়ার ব্যাপারে সমান সুযোগলাভের অধিকারী। কমিশনের মতে কার্যত কিছু রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রী অল্প ভাড়ায় বিমান-হেলিকপটার ভাড়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিরোধী দল সুযোগ পাইতেছেন না। তাই এই সিদ্ধান্ত।

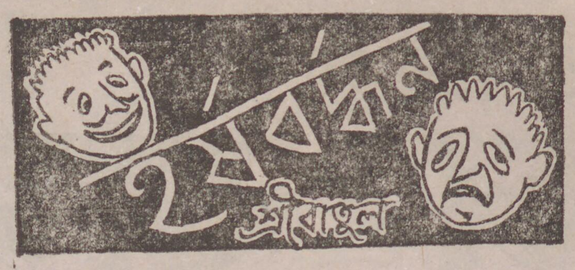

ভোট-কাওয়ালী

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল !
পছিম বংগাল মেঁ কাংগ্রেস (ই)-কা
হুয়া কিঁউ এ্যায়সা হাল ?
কহো, কঁহা ওয়্হী 'মৃত্যুঘন্টা'
জিস নে বজায়া বামফ্রন্ট কা ?
বজানেওয়ালে কো ওয়্হী ঘন্টা
দেত্তা হ্যায় জোর ধক্কা।
নেত্রী-নেতায়োঁ কভী ন মিলে,
চলা লগাতার ঝনঝট ;
হাইকমাণ্ড বন গয়ী স্তম্ভিত,
এ্যায়সী কাংগ্রেসী কিসমৎ।
ইস্ বখত্ মেঁ মিলা হ্যায় মওকা
রাজ্য সিপিএম ভাগ্ মেঁ ;
উঅই জরুর লুটেগা ফায়দা
নিশ্চিত যহাঁ চুনাও মেঁ।
দেখতে রহো কাংগ্রেসী নিষ্ঠা,
শুনতে রহো বোল্‌চাল্ ;
আপ্না গোর্ খুদ সে বনায়া
কর্ দিয়া ইন্তেকাল।

দেবী ফুল্লরার ব্রত উদযাপন

সাগরদীঘঃ এই ব্লকের বোথারা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগপুর গ্রামে দক্ষিণ মাঠে অন্য বছরের মত এবারেও দেবী ফুল্লরার ব্রত ও পূজা অনুষ্ঠিত হয় গত ৪ এপ্রিল। আশপাশ গ্রামের মহিলারা জড়ো হয়ে সারারাত ধরে দেবীর আরাধনা করেন ও পরস্পরকে সিঁদুর ও প্রসাদ দিয়ে আপ্যায়িত করেন। সমাজ সেবিকা শিখা খাঁমারু এই উৎসব পরিচালনা করেন বলে আমাদের প্রতিনিধি জানান।

অবশ্য এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ হইতে নাকি বলা হইয়াছে যে, সরকারী কাজে হেলিকপটার তিনি ব্যবহার করিতে পারেন। সেটা ভোট ঘোষণার পর ভোট না মিটা পর্যন্ত তাহা পারেন কিনা, সে কথা স্পষ্ট বলা হয় নাই। খবরে জানা যায় যে, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করিলে নির্বাচন কমিশন নাকি ঐ বিধিভঙ্গকারীকে তিরস্কার বা নিন্দা করিতে পারেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে আইনগত কোনও ব্যবস্থা হইতে পারেন না।

যদি তাহাই হয়, তবে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী (যে কোনও) ভোট না হওয়া পর্যন্ত ভোট প্রচারে সরকারী বিমান-কপটার ভাড়া (নামমাত্র বা যাহাই হউক) লইতে পারেন। একটু নিন্দা বা তিরস্কারে কী আসে যায় ? কাজের কাজ ত হইবে ? সুতরাং কপটার-বিতর্ক বলিয়া কিছু থাকে কি ?

একটু ভাবুন কমরেড

ভোটের বাদ্যি বাজার পর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বড় তরফের অন্যতম প্রভাবশালী একজন মন্ত্রী—যিনি কিছুদিন আগে চোরদের সাথে না বসার প্রতিজ্ঞায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি নবগ্রাম বিধান সভার কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী সম্পর্কে বলেছিলেন তার নাম করে বহরমপুরের মায়েরা নাকি বাচ্চাদের ঘুম পাড়ান—তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাও, নয় তো অধীর আসবে। এ ধরনের বিবৃতির পর কংগ্রেস কর্মীরা অন্ততঃ আশা করেছিলেন তাদের নেতা বা নেত্রীরা মন্ত্রীমশায়কে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন যে তারকেশ্বর অঞ্চলের মায়েরা নাকি এই রকমই একজনের নাম করে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াত। যাঁর নাম করতেন তিনি আমৃত্যু বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। শোনা যায় এক সময় তাঁর বিরুদ্ধেও নাকি পুলিশের খাতায় অনেক কিছু লেখা ছিল, যেমন আছে অধীর চৌধুরীর নামের পাশে। এছাড়া সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা, যার নেতৃত্বে নির্বিচারে বহু সিপিএম ক্যাডারের প্রাণ গিয়েছিল এবং অধীরের মতোই যার নাম বহু থানার খাতায় খুনী সমাজবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত ছিল—সেই নেতাকেই সংসদীয় গণতন্ত্রের জমানো বিষ্ঠা মাখিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সাদরে নিজেদের প্লাটফর্মে তুলে নির্বাচনে কলকাতার বুক তার দলকেই একটি আসন ছেড়ে দিয়েছে। জয়ী হলে নাকি তাকে মন্ত্রীসভায় আসনও দেওয়া হবে !

অধীর চৌধুরী মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রাস, অধীর চৌধুরী সমাজবিরোধী—বামফ্রন্ট তথা সিপিএম প্রচার যন্ত্রের এইটিই মূল হাতিয়ার। আজকে জেলা নেতাদের বক্তব্য সত্তর দশকের শেষ দিক থেকেই অধীর সমাজবিরোধী, অধীর ক্রিমিন্যাল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ক্রিমিন্যালের সাথেই গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাচ্চা কমিউনিষ্ট নেতারা। বেসরকারী পরিবহন ইউনিয়ন কব্জা করার তাগিদে মুর্শিদাবাদ জেলার সিপিএম নেতাদের সেদিন ক্রিমিন্যাল অধীরকে, সংগ্রামী শ্রমিক নেতা কমরেড অধীর চৌধুরী বানানোর প্রাণান্তকর চেষ্টার কথা এখনও মুর্শিদাবাদের মানুষ ভুলে যায়নি। সিটুর সম্মেলনে অধীর চৌধুরীর চেয়ার ছিল জেলা সম্পাদকের পাশে, আর অধীর চৌধুরীর পাশে বসে ছবি তোলার জন্য জেলার নামী দামী নেতাদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতন। সেদিন সম্মেলন মঞ্চে শ্লোগান ছিল শ্রমিক নেতা কমরেড অধীর চৌধুরী লাল সেলাম। (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

পঞ্চায়েত অফিসে চুরি

জঙ্গিপুর : গত ৮ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আর টি (রেডিও টেলিগ্রাম) মেশিনসহ একটি সিলিং ফ্যান ও দেওয়াল ঘড়ি চুরি যায়। মূল্যবান মেশিনটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রয়োজনে বসানো হয়েছিল। কিছুদিন আগে এখানকার পুলিশ ক্যাম্পটি উঠে গেছে। ফলে এই অঞ্চলে মাতাল ও জুয়ারীসহ সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সামনে ঈদ ও নির্বাচন প্রায় একই সময়ে হওয়ায় গণ্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে। কারণ এই সময় বাইরে কাজে থাকা বহু মানুষ গ্রামে আসে। তাছাড়া সীমান্তবর্তী এই এলাকায় গভীর রাতে মোটর সাইকেলের আনাগোনায় গ্রামবাসীদের ঘুম শিকেয় উঠেছে। এই সময় প্রচুর ভাঙারি (তামা, পিতলের তাল), চাল ও অন্যান্য সামগ্রী চোরাপথে যাতায়াত করে। এ ব্যাপারে প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ মদত আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আমাদের পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও প্রশাসন থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। শেষ খবর গত ১০ এপ্রিল সকালে চুরি যাওয়া আর টি মেশিনটি অঞ্চল অফিসের সামনে থেকে এবং বেশ কিছু বৈদ্যুতিক তার পাশের পুকুর থেকে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সফদর হাসমি স্মরণে পথসভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১২ এপ্রিল স্থানীয় ফুলতলার সন্নিকটে প্রগতিশীল শিল্পী সফদর হাসমির ৪২তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। গণনাট্যসংঘ, রঘুনাথগঞ্জ শাখার শিল্পীরা সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সংঘের শিল্পী অম্বুজাপদ রাহা সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। তাছাড়া হাসমির জীবন, কর্মধারা এবং বর্তমান সময়ে হাসমির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিলাল দাস এবং বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে শান্তনু সিংহ রায়। উল্লেখ্য ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারী দিল্লীর শাহিবাবাদে পথনাটিকা 'হল্লাবোল' করতে গিয়ে শিল্পী আক্রান্ত হন এবং পরদিন ২ জানুয়ারী মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মারা যান। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানিক চট্টোপাধ্যায়। লালখাঁনদিয়ার থেকে কিছু লোকশিল্পীও আসেন। সুস্থ সংস্কৃতির স্বার্থে জঙ্গিপুর লোকসভা এবং বিধানসভার বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে সভা শেষ হয়।

ব্যাঙ্কের ঋণ আদায়ের বৈধতার প্রশ্নের জট খুললেন মহকুমা শাসক

বিশেষ প্রতিনিধি : গত কয়েকমাস ধরে জঙ্গিপুর মহকুমার ব্লকগুলোতে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ঋণ প্রকল্পের টাকা উদ্ধারকার্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক যৌথভাবে সহযোগিতা করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়, মানুষ বুঝতে পারেননি মহকুমা শাসক কিভাবে সার্টিফিকেট জারী করে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে টাকা আদায় বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক পঃ বঃ সরকার কর্তৃক ১৯৯২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর যে 'দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট স্কীম লোনস্ (রিকভারী) এ্যাক্ট, ১৯৯২' কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় তার কপি অনুসারে পাবলিক মানি রিকভারীর ক্ষেত্রে তাঁর অধিকারের ব্যাখ্যা দেন। সেই এ্যাক্ট অনুযায়ী জানা যায় ব্যাঙ্ক বা যে কোন সরকারী আধিক সংস্থা কোন বেকারকে রাজ্য সরকারের এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামে ঋণ দিলে তা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসন অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। তবে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক ব্যাঙ্কের টাকা নিজ হেপাজতে রাখতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, ব্যাঙ্কগুলিকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যই কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে ঋণের টাকা কয়েক ঘণ্টা বা দিনের জন্য রাখতে হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য তিনি কত টাকা কার কাছ থেকে কবে নিলেন তার লিখিত কপি অবশ্যই ঋণ গ্রহীতাকে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করে তিনি তাদের টাকা আবার যথাস্থানে ফিরিয়েও দেন। এ ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রঘুনাথগঞ্জ শাখার ফিল্ড অফিসার গুরুদাস চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন ঋণ গ্রহীতার ঋণ পর পর দুটো কিস্তি বাকী পড়ে গেলে তা নন্-পারফর্মিং এ্যাসেট হিসাবে ঘোষিত হবে। তাই, ঋণ উদ্ধারকার্যে তাদেরকে আরো বেশী করে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হচ্ছে বলে জানা যায়। এ ছাড়া ২৫ হাজার টাকার উর্দ্ধে কেবলমাত্র যে সব বেকার যুবক-যুবতীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন তাঁদেরই গ্যারেন্টার হিসাবে কোনও সরকারী চাকুরে বা সম্পত্তি বন্ধক থাকে। তার নিম্ন অঙ্কের ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ককে আরও বেশী নাজেহাল হতে হচ্ছে। কারণ, সেক্ষেত্রে সরকারী আদেশনামায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঋণ গ্রহীতার কোন সম্পত্তিই বন্ধক রাখতে পারেন না।

বাসন্তী পুজায় বাউলের আসর

সাগরদীঘি : এই ব্লকের মনিগ্রামে এবছরও ২৫—২৯ মার্চ বাসন্তীপূজা মহাধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের বিডিওর উৎসাহ ও পরিচালনায় বীরভূমের বাউলদের এক আসরে জঙ্গিপুরের সুসন্তান দাদাঠাকুরের প্রশস্তি গান গেয়ে বাউলরা সকলকে আনন্দ দান করেন ২৭ মার্চ।

একটু ভাবুন কমরেড (২য় পৃষ্ঠার পর)

আসলে এইটিই সংসদীয় গণতন্ত্রের দীর্ঘদিন ধরে জমানো শূয়োর বিষ্ঠা। প্রকৃত মার্কসবাদীর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সংগঠনকে ইস্পাতদৃঢ় করার পরিবর্তে অল্প পরিশ্রমে, সহজ সরল রাস্তা দিয়ে সংগঠন গড়ার সুলভ পন্থায় মেতেছিলেন সাচ্চা কমিউনিষ্টরা—সামনে রেখেছিলেন অধীর চৌধুরীকে।

খোদ বহরমপুরে সিপিএম কোনদিনই রাজনৈতিক চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। নানা ধরনের দুর্বলতা জেলা সংগঠনের মধ্যে ছিল। সে সময় বিভিন্ন কারণে বহরমপুরের বেশ কিছু অরাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষে অধীর চৌধুরীর নাম যুক্ত হয়ে যায়। তার প্রভাব এবং প্রতাপ উভয়ই বাড়তে থাকে বহরমপুরে। এই অবস্থা দেখে প্রকৃত মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিশ্লেষণ দিয়ে নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের কুফলের শিকার পেটি বুর্জোয়া সুলভ সুবিধাবাদী ঝোঁকের কাছে আত্মসমর্পণ করে জেলা নেতারা অধীর-এর কাঁধে বন্দুক রেখে ট্রেড ইউনিয়ন বাড়ানোর সহজ রাস্তায় হাঁটতে চেয়ে তাদেরই তকমা আঁটা ক্রিমিন্যাল অধীরকে রাতারাতি বানালেন সংগ্রামী ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা কমরেড অধীর চৌধুরী। তারপর বহু জল প্রবাহিত হলো ভাগীরথী দিয়ে। রাজনৈতিক মেরু পরিবর্তনে সিপিএম-এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেন অধীর চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম এর দেওয়া সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতার খেতাব পরিবর্তিত হয়ে রূপ পেল সমাজবিরোধী অধীর, ক্রিমিন্যাল অধীর! এতে অবাক হবার কিছু নেই, এরই নাম রাজনৈতিক দেওলিয়াপনা। দীর্ঘদিন সুখভোগ এবং কার্পেট বিছানো পথে সংগ্রামের ফাঁকা শ্লোগান দিতে দিতে সুবিধাবাদের ছিদ্র দিয়ে এ দেওলিয়াপনা ক্রমশ প্রকট হতে থাকবে।

—মিস মার্গারেট হেন্স

এদিকে স্থানীয় মহকুমা শাসক অফিসের পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট বিভাগের জনৈক কর্মী মহকুমা শাসকের অগোচরে ব্যাঙ্কের ঋণ উদ্ধারকার্যে কিছু বেআইনী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তিনি ব্যাঙ্কে গিয়ে কিস্তি দেয়নি এমন (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জট খুললেন মহকুমা শাসক (৩য় পৃষ্ঠার পর)

ঋণ গ্রহীতার নাম ঠিকানা নিয়ে তাদের বাড়ী বাড়ী হানা দিচ্ছেন। পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারী এ্যাক্টের বলে সেই কর্মী বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা আদায় করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। যা সম্পূর্ণ বেআইনী বলে স্থানীয় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেন।

তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রীমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য হাওলা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পদত্যাগ করেছে। অর্থমন্ত্রী মনোমোহন সিং তাঁর নয়া অর্থনীতি চালু করতে গিয়ে বিদেশী শিল্পপতিদের কাছে দেশের অর্থনীতি বিকিয়ে দিতে বসেছে। তারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না ভাবে পুঁজিপতিদের কথা। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় তাঁরা সদা ব্যস্ত। তাই এই নির্বাচনে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে কংগ্রেসকে তাড়াতে এবং ধর্ম্মান্ধ বিজেপিকেও সরিয়ে দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক জোটকে জয়ী করে এক বিকল্প সরকার গড়তে হবে কেন্দ্রে। সেই সরকারই পারে একমাত্র সাধারণ মানুষের উপকার করতে। ৩০ মিনিটের ভাষণে বুদ্ধদেববাবু তীব্রভাবে কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করেন।

কংগ্রেস রুখে দাঁড়াতে পারলে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরায় তবে হুমায়ুন বেজা হেরে যেতেও পারে। (আগামী সংখ্যাতে)

ভোটের টেম্পো এখনও ওঠেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানতঃ রাজনৈতিক দলগুলির খরচই খতিয়ে দেখছেন। বিধানসভার প্রার্থী সর্বোচ্চ এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার এবং লোকসভার প্রার্থী সর্বোচ্চ সাড়ে চার লক্ষ টাকা খরচ দেখাতে পারবেন। সামসেরগঞ্জ ব্লক অফিসে জনৈক প্রার্থী দেওয়াল লিখন মুছে দিলেও সুতী—২ ব্লক অফিসের দেওয়ালে কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন এবং খোদ মহকুমা শাসকের বাউণ্ডারী ওয়ালে এসইউসিআই প্রার্থীর দেওয়াল লিখন এখনও আছে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেদক মহকুমা শাসককে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, ১৭ এপ্রিল প্রার্থীদের দেওয়াল লিখন মোছার শেষ দিন ধার্য হয়েছে। এর পরও সরকারী বা কোন বাড়ীর দেওয়ালে (বিনা অনুমতিতে) কোন প্রার্থীর নির্বাচনী লিখন থাকলে তা সরকারী খরচে মোছা হবে এবং সেই খরচ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মোট খরচের সঙ্গে যুক্ত হবে।

সমগ্র মহকুমার মোট এলাকার সর্বাধিক ১০ শতাংশ এলাকাকেই এবার স্পর্শকাতর বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলকেই উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে পুলিশ প্রসাশন যৌথভাবে বিশেষ নজর রাখবেন বলে মহকুমা শাসক এবং মহকুমা পুলিশ প্রশাসক যৌথভাবে জানান। এছাড়া মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বপন মাইতি জানান প্রত্যেকদিনই কিছু কিছু সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং আগামী ২৫ এপ্রিলের মধ্যে জেলার সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র স্থানীয় থানায় জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশজারী করা হয়েছে। মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল আরও জানান, মহকুমায় মোট ৬৫৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। তার মধ্যে ফরাক্কায় ১২০টি, অরঙ্গাবাদে ১২৮টি, সুতীতে ১৩৮টি, সাগরদীঘিতে ১৩৯টি এবং জঙ্গিপুরে ১৩১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প একদিনের মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক, *রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা*

2 YEARS WARRANTY

Catch World Cup fever with

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

World **AKAI** Cup '96

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronics

Raghunathganj ॥ Phone : 66321

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।